যুগান্তর

তারিখ ... 5 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্কুলে পরামর্শক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন

সাঈদ চৌধুরী

একটা সময় ছিল যখন স্কুল বলতে চোখের সামনে ভেসে উঠত পণ্ডিত মশাইয়ের বেতের আঘাত। সব পড়া শেষ করতেই হবে, নইলে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেয়া হবে বেতের বাড়ি। ছোটবেলায় রোজার মাসে ত্রিশ পাতা লিখে ফেলতাম অনায়াসে শুধু একদিনের বেতের বাড়ির কথা মনে করে। শাসন করার প্রথম ধাপ হিসেবে আগেকার শিক্ষকরা বেছে নিতেন কান মলা থেকে শুরু করে বেতের বাড়ি পর্যন্ত শাস্তিগুলো। আমার বাবার অনেক শিক্ষার্থীকে এখনও বলতে শুনি, 'স্যার, আপনার সেই সময়কার শাসনের কারণেই আজ আমরা প্রতিষ্ঠিত।'

দিন পাল্টে গেছে। শিক্ষার্থীরা এখন নিজেরাই অনেক কিছু শিখতে চায়। আমাদের অভিভাবকরা অনেক বেশি সচেতন এখন। সারা রাত বসে বসে বাবা-মাই সন্তানকে পড়িয়ে দিয়ে স্কুলে পাঠান। স্কুলে বেতের বাড়ি অথবা মানসিক শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এ কারণেই। কোমল মনের শিশুরা যদি মনের দিক থেকে আঘাত পায় অথবা দৈহিকভাবে প্রহৃত হয়, তবে তারা বিচলিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

শিক্ষার্থীর ওপর নির্যাতনের ব্যাপারগুলো খুব গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত এবং তা দেখার ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তবে কিছু কিছু ঘটনা এখনও ঘটছে। শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষক খুব রুঢ়ভাবে চড়াও হচ্ছে এবং কোনো কোনো সময় এটা মারাত্মক আকারও ধারণ করছে।

আমার লেখার বিষয় শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র পেটানো নয়। শিক্ষার্থীরা এই বয়সে ভুল করবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। কোনো কোনো সময় এ বয়সী শিশুরা খুব আগ্রাসি হয়। কথা শুনতেই চায় না। শিক্ষক হয়তো বলছে মোবাইল নিয়ে স্কুলে আসবে না, তবুও দেখা গেল ছাত্র মোবাইল নিয়েই স্কুলে আসছে। কোনো শিক্ষার্থীকে বলা হল, অবশ্যই স্কুল ড্রেস পরে আসবে, সে সিভিল ড্রেসেই এল; অথবা শিক্ষকরা যা বলছে তা শিক্ষার্থীরা শুনতে চাইছে না।

প্রশ্ন হল, এ অবস্থায় কী করবে একজন শিক্ষক? শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখাতে চাইছে, কিন্তু শিক্ষার্থী তা প্রত্যাখ্যান করছে বারবার। এক্ষেত্রে অবশ্যই একজন কাউন্সিলর প্রয়োজন, যে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ক থেকে শুরু করে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সঠিক উপায়ে পথ চলতে সহায়তা করবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধন দৃঢ় করতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। প্রতিটি স্কুলে একজন কাউন্সিলর নিয়োগ দিতে হবে খুব দ্রুত। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্ক সঠিক পথে রাখা, শিক্ষার্থীদের অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখাসহ মানসিক উন্নয়নের জন্য একজন কাউন্সিলর খুব প্রয়োজন। আশা করি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টিতে গুরুত্ব দেবে।

সাঈদ চৌধুরী : *সদস্য, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, শ্রীপুর, গাজীপুর*
aschowdhury88@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর